



## ২৬-সূরা আশ্ শো'আরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২৮ আয়াত এবং ১১ রক'ূ আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,  
পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তা সীন মীম্ ।

طسّم ②

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত ।

يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ الْبَيِّن ③

৪। সম্ভবতঃ তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া  
ফেলিবে এই জন্য যে, তাহারা মো'মেন হইতেছে না ।

لَعَلَّكَ بِأَجْحِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④

৫। আমরা চাহিলে তাহাদের উপর আকাশ হইতে এমন এক  
নিদর্শন নাথেন করিয়া দিব যাহার সম্মুখে তাহাদের  
ঘাড়সমূহ নত হইয়া যাইবে ।

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ  
أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضُعِينَ ⑤

৬। এবং রহমানের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কখনও  
কোন নূতন উপদেশ-বাণী আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ  
ফিরাইয়া না লয় ।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَدِّدٍ إِلَّا  
كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑥

৭। সূতরাং যেহেতু তাহারা (আল্লাহর উপদেশ-বাণীকে) মিথ্যা  
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এইজন্য তাহাদের নিকট অচিরেই  
উহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা  
ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَآ كَانُوا لَا يُتَنَبَّؤُونَ ⑦

৮। তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে,  
আমরা উহাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট জোড়া উৎপন্ন  
করিয়াছি ?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ  
كَرِيمٍ ⑧

৯। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে  
অধিকাংশই ঈমান আনে না ।

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ آلَتْهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑨

১০। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম  
দয়াময় ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑩

১১। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু মূসাকে ডাকিয়া  
বলিয়াছিলেন, "তুমি যালেম জাতির নিকট যাও —

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ إِنِّي اتِّبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑪

১২। ফেরাউনের জাতির নিকট। তাহারা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ

১৩। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

১৪। এবং আমার বন্ধু সংকুচিত হইতেছে, তাছাড়া আমার জিহ্বায় (জড়তা থাকার কারণে) কথা পরিস্ফুট হয় না, অতএব হারুনের প্রতিও প্রত্যাশ্রয় প্রেরণ কর;

وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

১৫। ইহা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাহাদের এক অভিযোগও আছে, অতএব আমার ভয় হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

১৬। তিনি বলিলেন, 'কখনও না; অতএব তোমরা উভয় আমাদের আয়াতসমূহ লইয়া চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা (তোমাদের দোয়া) শুনিব।'

قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبْ بِنَبَأِنَا مَا مَعَكُمْ فَتَسْعُونَ

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, 'নিশ্চয় আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত রসূল,

فَأْتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৮। (তোমাকে এই কথা বলার জন্য) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও।'

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

১৯। সে বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালনপালন করি নাই? এবং অবশ্য তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছ;

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِتْنًا وَلَيْدًا وَكُنْتَ فِيتْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

২০। এবং তুমি এক কার্য করিয়াছ, এমন এক কার্য করিয়াছ যাহা নিঃসন্দেহে তুমিই করিয়াছ তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হইতেছ।'

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَك الْبِئْسَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ

২১। সে বলিল, 'আমি ইহা তখন করিয়াছিলাম যখন আমি অতাদের অন্তর্গত ছিলাম,

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أَوَّأْنَا مِنَ الْغَاسِقِ

২২। অতএব যখন আমি তোমাদের পক্ষ হইতে ভয় অনুভব করিলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গেলাম; অতঃপর আমার প্রভু আমাকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করিলেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

২৩। এবং (বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করার) এই অনুগ্রহ, যাহার উল্লেখ তুমি আমার নিকট করিতেছ এমন নাকি যে, (ইহার বিনিময়ে) তুমি সারা বনী ইসরাঈল জাতিকে দাস বানাইয়া রাখ?'

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَذَّبْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

২৪। ফেরাউন বলিল, 'সমস্ত জগতের প্রতিপালক আবার কে?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডল ও এই পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রভু, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও।'

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে তাহার আশ-পাশের লোকদিগকে বলিল, 'তোমরা কি শুনিতেছ না?'

قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا تَسْمِعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রভু।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের রসূল, যাহাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, সে অবশ্যই পাসল।'

قَالَ إِنْ رَسُولُكَ إِلَّا ابْنُ رَسُولٍ آتَاكَ لَتَمُوتُنَّ ﴿٢٨﴾

২৯। সে বলিল, 'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। সে বলিল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাহাকেও মা'বদরূপে গ্রহণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।'

قَالَ لِمَنِ اتَّخَذْتَ إِنَّمَا عَذْرَىٰ لِي لَا تَجْعَلَنِي مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। সে বলিল, 'যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন উপস্থাপন করি, তবুও কি?'

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

৩২। সে বলিল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা উপস্থাপন কর।'

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তখন সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ। সহসা উহা এক সুস্পষ্ট অজগর হইয়া গেল।

فَأَنفَعَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلُكُمُ الْفُرَاتِ ﴿٣٣﴾

৩৪। এইরূপে সে তাহার হাত (স্বীয় বসন হইতে) টান দিয়া বাহির করিল, তখন দেখ! সহসা উহা দর্শকগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত পরিদৃষ্ট হইল।

فَكَذَّبَ وَيَدَّ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْتُ الْمَسْكَنِ لِلظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে তাহার আশ-পাশের পরিষদবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

قَالَ لِمَلَأَ حَوْلَهُ إِنْ هَذَا إِلَّا جَدْرٌ عَلَيْهِمْ

৩৬। সে তাহার যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা পরামর্শ দাও, কি করিতে হইবে?'

يُؤَيِّنُ أَنْ يَخْرُجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِعُرْوَةٍ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭। তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভাইকে কিছু কানের জন্য অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে সমবেতকারীসগকে পাঠাও,

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَيْرِينَ ۝

৩৮। যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক সূদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।'।

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَخِرٍ عَلَيْهِمْ ۝

৩৯। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্রিত করা হইল,

فَجِيعَ السَّحَرَةُ يَوْمَ يَأْتِي يَوْمَ يَمُوتُ مَفْعُولُونَ ۝

৪০। এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও কি সমবেত হইবে,

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হইলে আমরা তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি?'।

لَعَلَّكَ نَسِيحُ السَّحَرَةِ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ۝

৪২। অতঃপর যখন যাদুকরগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তাহা হইলে আমাদের জন্য কি কোন বিশেষ পুরস্কার থাকিবে?'।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَمَّا لَاحِظُونَ ۝

إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

৪৩। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তখন তোমরা নিশ্চয় আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হইবে।'।

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِينَ الْمَغْرِبِينَ ۝

৪৪। মুসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিষ্ক্ষেপ করার আছে তাহা নিষ্ক্ষেপ কর।'।

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۝

৪৫। তখন তাহারা তাহাদের রজ্জুসমূহ এবং লাঠিগুলিকে নিষ্ক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফেরাউনের সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হইব।'।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعَزَّةِ فِرْعَوْنَ ۝

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝

৪৬। তখন মুসা তাহার লাঠি নিষ্ক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা তাহাদের বানানো সকল ডেবীবাজীকে গ্রাস করিতে লাগিল।

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝

৪৭। তখন যাদুকরগণকে সেজ্জাদায় প্রণত করা হইল,

فَأَنفَى السَّحَرَةَ سَجِدِينَ ۝

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৪৯। মুসা এবং হারুনের প্রতিপালকের উপর।'।

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

৫০। সে (ফেরাউন ক্রুদ্ধস্বরে) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে? নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদের ওস্তাদ যে তোমাদিগকে এই যাদুবিদ্যা

قَالَ امْنَعْمَ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَيْدٌ وَكُومٌ  
الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا تَقْضَى

শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলি (অবাধ্যতার জন্য) উল্টা দিক হইতে কটন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূন্যে বিদ্ধ করিব।'

أَيَّدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا وَصِيَّكُمْ أَجْمَعِينَ ①

৫১। তাহারা বলিল, 'ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব;

كَلَّا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ②

৫২। নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যেহেতু আমরা হইলাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ③

৫৩। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাগ্নিষেগে সফর কর, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাৎকাবন করা হইবে।'

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَمْرِ بِأَدْعَىٰ إِلَيْكُمْ مُنْجِبُونَ ④

৫৪। ইহাতে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাইল;

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ خُيُوتًا ⑤

৫৫। (এই বলিয়া যে) 'নিশ্চয় ইহারা একটি ক্ষুদ্র দল,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَسَرْدَمَةٌ قَلِيلُونَ ⑥

৫৬। তথাপি ইহারা আমাদিগকে উদ্ভিজ্জিত ও জ্রোধানিত করিয়া তুলিয়াছে;

وَالَهُمْ لَنَا بِظُلُونٍ ⑦

৫৭। অথচ আমরা এক সতর্ক ও হুশিয়ার জনগোষ্ঠি।'

وَأِنَّا لَجَمِيعٌ خَلِيدُونَ ⑧

৫৮। ফলে আমরা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলাম উদ্যানরাজি ও বরগাসমূহ হইতে।

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑨

৫৯। এবং ধনভাণ্ডার এবং সম্মানজনক আবাসস্থল হইতে।

وَلَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ⑩

৬০। এইরূপই ঘটিয়াছিল; এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে ঐ সকল বস্তুর উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম।

كَذَٰلِكَ وَادَّرَسْنَاهَا بِنِيٍّ إِسْرَآئِيلَ ⑪

৬১। অতএব তাহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাৎকাবন করিল।

فَاتَّبَعُوهُمْ مُتْسِقِينَ ⑫

৬২। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল, তখন মুসার সংগীগণ বলিল, 'আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি।'

فَلَمَّا رَأَىٰ الْجُمُعَىٰ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرُونَ ⑬

৬৩। সে বলিল, 'কখনও নহে, নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে নিরাপদ পথ দেখাইবেন।'

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑭

৬৪। তখন আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলামঃ 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি খণ্ড বড় বড় ঢিপির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ  
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْدٍ كَالْكَوْثِرِ الْعَظِيمِ ۝

৬৫। এবং আমরা অপর দলকে নিকটে আনিলাম।

وَأَرْزَقْنَاهُمْ الْإِخْوِينَ ۝

৬৬। এবং আমরা মূসা ও তাহার সংগীগণকে উদ্ধার করিলাম।

وَأَخْرَجْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

৬৭। অতঃপর অপর দলটিকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম।

ثُمَّ غَرَقْنَا الْآخَرِينَ ۝

৬৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৬৯। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৭০। এবং তুমি তাহাদের নিকট ইব্রাহীমের রুডান্ত আৱত্তি করিয়া শুনাও।

وَأَنْذِرْ عَلَيْهِمْ نَارَ إِبْرَاهِيمَ ۝

৭১। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭২। তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমাসমূহের ইবাদত করি, এবং আমরা সদা নিষ্ঠার সাথে উহাদের উপাসনায় মশগুল থাকি।'

قَالُوا تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُ لَهَا غِغْفِينَ ۝

৭৩। সে বলিল, 'যখন তোমরা (তাহাদিগকে) ডাক তখন তাহারা কি তোমাদের ডাক শুনে?'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۝

৭৪। অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে?'

أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭৫। তাহারা বলিল, 'এমন তো নহে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

৭৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহাদের তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছ—'

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

৭৭। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ,

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝

৭৮। বস্তুতঃ সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু,

وَأَنْتُمْ مَدُونُونَ لِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيمُ ۝

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন;

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝

৮০। এবং তিনিই আমাকে খাবার খাওয়ান এবং আমাকে পানীয় পান করান;

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝

৮১। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন;

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

৮২। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন;

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝

৮৩। এবং তিনিই এমন মহান সজা যে, আমি আশা করি, তিনি আমার অপরাধসমূহ বিচার দিবসে ক্ষমা করিবেন;

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

৮৪। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সং লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর;

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالْعَلِيِّينَ ۝

৮৫। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্বায়ী) যশ দান কর,

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

৮৬। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জামাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّوَافِلِ ۝

৮৭। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

৮৮। এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিও না;

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَمُونَ ۝

৮৯। যেদিন ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্মতি কোন কাজে আসিবে না—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

৯০। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে বিদগ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর লইয়া আলাহুর সমীপে উপস্থিত হইবে।'

إِلَّا مَنْ أَنَّى اللَّهُ يقلبُ سُلَيْمِ ۝

৯১। এবং মৃত্যুকালগণের জন্য জামাতকে নিকটবর্তী করা হইবে।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

৯২। এবং বিপথগামীদের জন্য দোষকে সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَبُزْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَفُورِينَ ۝

৯৩। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতে—

وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

৯৪। আলাহুর পরিবর্তে? তাহারা কি তোমাদের কোন

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَشْعُرُونَ كَمْ أَوْ يَنْصَرُونَ ۝

সাহায্য করিতে পারে, অথবা তোমাদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে ?'

১৫ । তখন তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে উহাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে,

فَلَنَنفِثُ فِيهَا هُمًّا وَفُتًى ۝

১৬ । এবং ইবলীসের সকল দলবলকেও ।

وَجُنُودَ الْإِنسِ أَجْمَعُونَ ۝

১৭ । তাহারা উহাতে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে,

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝

১৮ । 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট প্রত্যয় পড়িয়াছিলাম,

ثَالِقُونَ كُنَّا لَيْلَىٰ مَلَلِي تُوِينِ ۝

১৯ । যখন আমরা তোমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করিয়াছিলাম,

إِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১০০ । বস্তুতঃ অপরাধীগণই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল,

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝

১০১ । এই জন্য (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝

১০২ । এবং আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নাই;

وَلَا صَدِيقِي حَمِيمٍ ۝

১০৩ । অতএব যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম !'

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتُخَرِّقُ فِي الْوُفِيِّينَ ۝

১০৪ । নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিতেছে না ।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১০৫ । এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

وَإِنَّ رَبَّنَا لَغَوَّاضٍ بِالْزَاجِمِينَ ۝

১০৬ । নূহের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

১০৭ । যখন তাহাদের ডাই নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১০৮ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১০৯ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার অনুগততা কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝



১১০। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

১১১। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার অনুগত্য কর।

১১২। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনিব, অথচ অতি নিকট শ্রেনীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিতেছে ?'

১১৩। সে বলিল, 'তাহারা কি করিত সেই সম্বন্ধে আমি কিরাপে জানিব ?'

১১৪। তাহাদের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব আমার প্রভুর উপর ন্যস্ত আছে, যদি তোমরা বুঝিতে;

১১৫। এবং আমি মো'মেনদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারি না,

১১৬। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

১১৭। তাহারা বলিল, 'হে নূহ ! যদি তুমি নিরুত্ত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

১১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

১১৯। সুতরাং তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ্য মীমাংসা কর এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মো'মেনগণকে রক্ষা কর।'

১২০। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে এক বোঝাই-করা নৌকায় রক্ষা করিয়াছিলাম।

১২১। তৎপরে আমরা পশ্চাতে অবশিষ্টদিগকে নির্মজ্জিত করিলাম।

১২২। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১২৩। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٠﴾

فَأَتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ﴿١١١﴾

قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١٢﴾

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١١٣﴾

إِنْ جَاءَهُمْ إِلَّا عَلَى رِبِّ رَبِّكَ لَا تَسْعُدُونَ ﴿١١٤﴾

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٦﴾

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحَ كُفُّونَ مِنَ السُّجُودِ ﴿١١٧﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَدْ فُتِنْتُ كَذَّبُوتُنِي ﴿١١٨﴾

فَاتَّخَذَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَتَاعًا وَنَجَوْنِي وَمَنْ كَفَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِ السَّاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ ﴿١٢١﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

يَعْلَمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٣﴾

১২৪। আদ (জাতিও) রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,

كَذَّبَتْ عَادُ الْفَرَسَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। যখন তাহাদের ভাই হুদ তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٦﴾

১২৭। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিতেছ ? ইহা রুখা (কাজ) করিতেছ,

أَتَبْنُونَ بُكًى يَوْمَ تُبْعَثُونَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং তোমরা কারুকার্য খচিত বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ যেন তোমরা চিরকাল অবস্থান করিতে পার ?

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। এবং যখন তোমরা কাহাকেও ধৃত কর তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় ধৃত কর।

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২। অতএব, তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣٢﴾

১৩৩। পুনরায় বলা হইতেছে, তোমরা সেই আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে এমন সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা অবগত আছ;

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন গবাদি পশু সমূহ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা,

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং বাগান ও ঝরণাসমূহের দ্বারা;

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করিতেছি।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদিগকে উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান;

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। ইহা পূর্ববর্তীগণের আচরণ বৈ কিছু নহে;

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। আসলে আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

১৪০। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাহ্বান করিল, ফলে আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইমান আনে না।

كَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৭  
[১৮]  
১১

১৪১। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৪২। এইভাবে সামুদ্র রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাহ্বান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ ثُودُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৪৩। যখন তাহাদের ভাই সালেহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ۝

১৪৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৪৫। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১৪৬। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৪৭। এখানে যাহা কিছু (সুখ-সম্ভার) আছে, তোমাদিগকে কি উহাতে নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—

أَتُرِيدُونَ فِي مَا هُنَا أَمِينٌ ۝

১৪৮। বাগানসমূহ ও ঝরপাসমূহের মধ্যে;

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

১৪৯। এবং শস্যক্ষেতসমূহ এবং এমন খর্বুর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যাহার শুষ্কগুলি (ফলভারে) ডাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে?

وَزُرُوحٍ غُلَّغُلٍ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ هَاهُنَا فِي مَرْجٍ ۝

১৫০। এবং তোমরা পরম নিপুণতার সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কাটিয়া সর্ববে গৃহ নির্মাণ করিতেছ;

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا كَمَا يُصْنَعُ ۝

১৫১। অতএব তোমরা আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

১৫২। এবং তোমরা সীমানাংঘনকারীগণের আদেশ মানিও না,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ السُّفَهَاءِ ۝

১৫৩। যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়ায় এবং সংশোধন করে না।'

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝

১৫৪। তাহারা বলিল, 'তুমি অবশ্যই যাদুগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত;

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝

১৫৫। তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কোন নির্দশন উপস্থিত কর।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ فَأَبِيتُ بِأَيِّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

১৫৬। সে বলিল, 'এই যে উক্টিটি, ইহারও পানি পানের জন্য পান্য আছে এবং পানি পানের তোমাদেরও পান্য আছে নির্দিষ্ট দিনে;

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ ۖ تَعْلَمُونَهُ ۝

১৫৭। সূতরাং তোমরা ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।'

وَلَا تَسْخَرُوا مِنِّي فَيَأْخُذَ بِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১৫৮। কিন্তু তাহারা উহার হাটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহারা অন্তর্গত হইল।

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ۝

১৫৯। তখন আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১৬০। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

১৬১। লুতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৬২। যখন তাহাদের ভাই লুত তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১৬৪। সূতরাং তোমরা আশ্রয় তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا أَمْرًا

১৬৫। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৬। তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট আগমন কর ?

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

১৬৭। এবং তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যাহাদিগকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য ক্রীতদাসে সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তোমরা সৌম্যলভনকারী জাতি।'

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। তাহারা বলিল, 'হে লুত! যদি তুমি নিরুত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُحْجَرِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করি।'

قَالَ إِنِّي بِمَا لَكُمْ مِنَ الْفَالِئِينَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সকল কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর যাহা তাহারা করিতেছে।'

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম;

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২। কেবল এক রক্ষা ব্যতীত, যে পক্ষাতে অবস্থান করিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। অতঃপর, আমরা অপরাপর সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأُخْرَى ﴿١٧٣﴾

১৭৪। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; সুতরাং যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مَسَاءً مَطَرُ السُّنْدِئِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

﴿١٧٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। অরণ্যের অধিবাসীগণও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَ أَخْبَابُ نَفِيكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। যখন শো'আয়ব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না?'

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

১৮১। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে,

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২। (হে লোক সকল!) তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিও, এবং ঋতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। এবং সঠিক দাঁড়ি-পাঠায় ওজন করিও,

وَزِنُوا بِالْقَوَاسِطِ الَّتِي قُيِّمَتْ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে বিশ্বাস করিয়া বেড়াইও না,

وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ هُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ إِلَّا ظَنًّا ۚ فَسَدِّدُوا ﴿١٨٤﴾

১৮৫। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর।

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولَىٰ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রন্থদের অন্তর্গত,

فَالْوَارِثُ أَنْتَ مِنَ الْمُحَرِّجِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নহ, এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি,

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَكُفُّكَ لَيَنَّ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮। অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।

فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯। সে বলিল, 'আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন।

قَالَ رَبِّي عَلَّمَ رَبِّي تَعْمَلُونَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে হৃত করিল। নিশ্চয় উহা এক গুরুতর দিবসের শাস্তি ছিল।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظَّلْظَلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾

১৯১। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن مَّا كَانَ آلَهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾

১৯২। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

يَعْلَمُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) সকল জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

وَأَنَّهُ لَنَزْلُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। বিশ্বস্ত 'রাহুল আমীন' (জিবরাঈল) ইহাকে লইয়া নাযেল হইয়াছে,—

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। তোমার হৃদয়ের উপর, যেন তুমি সতর্ককারী হইতে পার,

عَلَّ قَلِيلًا لِّتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। সুস্পষ্ট প্রাক্তন আরবী ভাষায়।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٦﴾

১৯৭। এবং নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পূর্ববর্তীদের  
কিতাবসমূহেও ছিল।

وَأَنَّهُ لَفِي زُكُورٍ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। তাহাদের জন্য কি ইহা নিদর্শন নহে যে, বনী  
ইসরাঈলের আলেমগণও ইহা জানে?

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ الْعُلَمَاءُ ابْنَ

১৯৯। যদি আমরা ইহা কোন অনারবের উপর অবতীর্ণ  
করিতাম,

إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٩﴾

২০০। এবং সে ইহা তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া ওনাইত;  
তাহা হইলে তাহারা কখনও ইহার উপর ঈমান আনিত না।

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০১। এইভাবেই আমরা অপরাধীগণের অন্তরসমূহে  
ইহার (প্রতি অস্বীকার) সঞ্চারিত করিয়াছি।

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠١﴾

২০২। তাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না  
তাহারা যন্তপাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। সুতরাং ইহা তাহাদের উপর এমন আকস্মিক ভাবে  
আসিবে যে তাহারা টেরও পাইবে না।

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। তখন তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি কিছু অবকাশ  
দেওয়া হইবে?'

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫। তবুও কি তাহারা আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তড়াহড়া  
করিতেছে?

أَفَبَعْدَ آيَاتِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, যদি আমরা  
তাহাদিগকে বহু বৎসর যাবৎ সুখ-শান্তি উপভোগ  
করাইতাম,

أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭। অতঃপর তাহাদের উপর ইহা আসিয়া পড়িত যাহার  
ওয়াদা তাহাদের সজ্ঞে করা হইতেছে,

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮। তখন যাহা কিছু তাহাদিগকে উপভোগ করানো  
হইতেছিল উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিত না?

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿٢٠٨﴾

২০৯। বস্তুতঃ আমরা কখনও এমন কোন জনপদকে ধ্বংস  
করি নাই যাহার জন্য (পূর্বে) সতর্ককারী (পাঠানো) হয়  
নাই,

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٩﴾

২১০। নসীহত করার জন্য; বস্তুতঃ আমরা যালেম নহি।

وَلَوْلَا أَنَّا لَذَلَّلْنَاهَا ﴿٢١٠﴾

২১১। এবং শয়তানগণ ইহাকে লইয়া নাযেল হয় নাই;

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٣١﴾

২১২। এবং ইহা তাহাদের অবস্থাসম্মতও ছিল না, এবং তাহাদের (ইহা) কোন ক্ষমতাও ছিল না।

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْطِيعُونَ ﴿٣٢﴾

২১৩। নিশ্চয় তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَرُونَ ﴿٣٣﴾

২১৪। অতএব তুমি আল্লাহর সহিত অন্য কোন মা'বুদকে ডাকিও না, নতুবা তুমি শাস্তিপ্ৰাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে,

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَكُونَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

২১৫। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٣٥﴾

২১৬। এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাহাদের প্রতি মমতার বাহ প্রসারিত রাখ।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾

২১৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমার অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা যে সকল কার্যকলাপ করিতেছ উহা হইতে আমি দায়িত্বমুক্ত।'।

إِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

২১৮। এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর নির্ভর কর,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٣٨﴾

২১৯। যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দণ্ডায়মান হও,

الَّذِي يَرَبُّكَ جِئَنَّا نَقُومُ ﴿٣٩﴾

২২০। এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর।

وَتَقَلِّبَكَ فِي السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রভা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤١﴾

২২২। আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানরা নাযেল হয় ?

هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿٤٢﴾

২২৩। তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়।

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٤٣﴾

২২৪। তাহারা কান পাতিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٤٤﴾



২২৫। আর যে আছে কবিসগ— বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে।

وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ ﴿٢٢٥﴾

২২৬। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়,

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করে না ?

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٧﴾

২২৮। কেবল তাহারা ব্যতীত যাহারা সৈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করে এবং ময়নুম হইবার পর তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এবং যাহারা মূল্য করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন্ প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا وَأَنصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۖ وَسَيَعْلَمُ

يَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٨﴾